

এই বেশ ভালো আছি

ইংরেজি বছরের শুরুতে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় আনিসুল হক এর একটি লেখায় পড়েছিলাম এত বোমা হামলা, ছিনতাই, চাদাবাজি, ঘটনা-দুর্ঘটনার পরও যে আমরা বেচে আছি এটাই কি আমাদের জন্য বড়ো পাওয়া নয়? আনিসুল হকের মতো আমারও বলতে ইচ্ছে হয় অহরহ হরতাল, অবরোধ, আন্দোলন আর শৃংখলাহীনতায় খুব অভ্যস্ত আমাদের এ জীবনে বেচে থাকাই যেনো অনেক ভালো থাকা। আমাদের বাসায় একটা বুয়া কাজ করত। সে একটু পাগলা মতো ছিল। তার রান্নায় প্রতিদিনই সমস্যা থাকতো। কিন্তু তাকে কিছু বলা যাবে না। ওকে যদি বলা হত আজকে তরকারিতে লবন, তেল বা মশলা বেশি হয়েছে তাহলেই হলো। সেও চিৎকার শুরু করতো। তার বক্তব্য ছিল এই "যতই তেল মশলা বেশি হোক খাওয়া তো হচ্ছে তরকারি, ফেলে তো দেওয়া হয়নি।" সত্যিই তো আমাদের তো আর কোনো কাজ নেই শুধু বসে বসে অন্যের নিন্দা করা। এতো কিছু পরও তো বেচে আছি, মরে যাই নি। এটাই কি সবচেয়ে বড়ো পাওয়া নয়?

দেশের চিন্তায়, দেশের ভবিষ্যতের চিন্তায় তো আমাদের ম্যাডামদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা নিমকহারাম জনগন তারপরও তাদের নিয়েই সমালোচনা করি। আমরা কখনো এটা ভাবিনা যে তারা তাদের কষ্ট আমাদের বুঝতে দিতে চান না। তাইতো শাড়ি, গয়না, ম্যাকআপ দিয়ে ঢেকে রাখেন তাদের। আমাদের জন্য তাদের দুশ্চিতার শেষ নেই বলেই তো তারা দেশকে অচল করে দিয়ে হরতাল, অবরোধ ডাকছেন। তারা একবার এটাও চিন্তা করছেন না এখন দেশে এইচ এস সি পরীক্ষা চলছে, যেসব পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা তাদের হরতালের কারণে পিছাচ্ছে, হরতাল চলাকালে যে নিরীহ মানুষ আহত হচ্ছে -নিহত হচ্ছে তারাই আগামী নিবার্চনে ভোটার হবে। অবশ্য এই ভাবনা তো অর্থহীন যেখানে দেশের মানুষ তাদের হাতের পুতুল। মারুক, ভাঙ্গুক, জ্বালাক পোড়াক যাবে কোথায় এ দেশের মানুষ?

পত্রিকায় বিশাল সাইজের ছবি ছাপা হলো, কি আয়েশী ভঙ্গিতেই না রাজপুত্রের মতো বসে আছেন বীরদর্পে চিফ হুইপ পূত্র পবন। অপরাধ সামান্য, গাড়ী চুরি!!! চিফ হুইপ পুত্রের গাড়ি ছিনতাই তো দেশের কিছু নয়। গাড়িতে চড়বে উনারা তো চুরিতে তারাই করবে। যে জিনিসের মূল্য যে বুঝে। পবন চিফ হুইপ এর ছেলে হয়ে গাড়িইতো চুরি করেছে। সে চাইলে বরং আরও বেশি কিছুই করতে পারত, তিনি তা করেননি সেটা তার মহানুভবতা। তার বাবার দেখানো রাস্তায় তিনি পথ চলে আজকে কতো উন্নতি করেছেন। বাবা চাল-ডাল নিয়ে আছেন, ছেলে বাড়ি-গাড়ির দিকে দৃষ্টি উচু করেছে। সয়ংসম্পূর্ণ পরিবার। আমরা ক্ষুদ্র মানসিকতার বলেই এটা নিয়ে কথা বলছি। আমাদের উচিত আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করা। তবে আমাদের মানসিকতার সাথে সাথে প্রশাসনের লোক নিবার্চনের একটু পরিবর্তন কি আমাদের কাম্য হতে পারে না? যদি অবিবাহিত বা নিঃসন্তান কোনো ব্যক্তিকে চিফ হুইপ করা যায় তাহলে হয়তো সরকারের ভাবমূর্তি আর জনগণ সবাই কিছুটা রক্ষা পেতো। গতবারের চীফ হুইপের ছেলে অন্যের বাড়ি দখল, এবারের চিফ হুইপের ছেলে মার্কেট দখল, গাড়ি চুরি, চিফ হুইপ স্বয়ং চাল ডাল চুরি। অবশ্য বেচারারাই বা করবেন কি? জিনিসপত্রের যে দাম আর সংসারের লাগামহীন চাহিদা। এটাতো আমরা বুঝতেই পারি তাদের খরচপাতিতো আর আমাদের মতো জনগনের লেভেলে নয়, রাজ রাজাদের কথাই আলাদা। তারাতো আমাদের মতো কোনরকমে চালিয়ে দিতে পারেন না, মান-সম্মান নিয়ে তাদের কারবার। তবে আপত্তি কিছু নাই, তারা খান আমরা দেখে সুখ পাই, দেখারওতো আনন্দ আছে।

এই লেখায় আরেকটা ছোট সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। একটা হোটেলে কিছুদিন আগে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা ঢুকেছেন কিছু খাবেন বলে, তো ঢুকেই তারা ছোট বয় ছেলেটার কাছে পানি চাইলেন। বাচ্চাটি দুই গ্লাস পানি নিয়ে দিলো কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তা বাচ্চাটিকে অনেক জোড়ে থাপ্পর দিয়ে বললেন গ্লাস ধুয়ে পানি দিতে। তারপর সেই ছেলেটা গ্লাস ধুয়ে পানি নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু পানিতে থুথু দিয়ে দিয়েছিল। এবার কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা আর কিছু বলেন নি। নিঃসন্দেহে ধোয়া গ্লাসে পানি পান করছেন। তাই বলছি সাবধান একটু হোন, সংকেতকে অবহেলা করবেন না।

